দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 DEC 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বরিশালের হরিণাফুলিয়া মাদ্রাসা— আর এক শিশু নির্যাতন শিবির

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

মধ্যযুগীয় কায়দায় হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে শিশু নির্যাতনের আরও একটি ঘটনা ধরা পড়েছে বরিশালে।

(১১-এর পৃঃ দেখুন)

বরিশালের হরিণাফুলিয়া

(প্রথম পাতার পর)

বরিশাল শহর থেকে প্রায় ৮ কিঃ মিঃ দূরের গ্রাম হরিণাফুলিয়া। এ গ্রামের হরিণাফুলিয়া দারুল উলুম এমদাদিয়া মাদ্রাসায় এই মধ্যযুগীয় শিশু নির্যাতনের ঘটনা ধরা পড়ে। ঐ মাদ্রাসার ছাত্র ১১ বছরের শিশু নাছরুল্লাহকে দু' পায়ে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা এবং দৌড়ে যেন পালাতে না পারে সে জন্য শিকলের সাথে মোটা ভারি কাঠের টুকরো আটকানো। নাছরুল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, গত ডিসেম্বর তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছে। নাছরুল্লাহ'র বাড়ি বাবুগঞ্জের দেহেরগাতি। সে এ মাদ্রাসায় হাফেজীর ছাত্র। তার এ শাস্তির কারণ হচ্ছে বাড়ি থেকে মাদ্রাসায় আসতে চায়নি। তার দুলা ভাই মাদ্রাসায় নিয়ে আসার পর 'হুজুররা' নাছরুল্লাহ যেন পালাতে না পারে সে জন্য এই শাস্তি দেয়। এ অবস্থাতেই নাছরুল্লাহ তাঁর প্রাকৃতিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে সবকিছুই করে। এ শাস্তি কতদিনের জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, শাস্তি কবে শেষ হবে তা হুজুর জানে।

এই মাদ্রাসা চালায় তালতলীর পীর আঃ খালেক মাওলানা। তার ভাই মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট তালতলীর পীর সাহেব। তার ভাই মাওলানা সাত্তার জানান, অভিভাবকদের অনুরোধে 'অবাধ্য' নাছরুল্লাহকে বশ করার জন্য এই শাস্তি দেয়া হয়েছে। অপর এক ছাত্র নাম প্রকাশ করা হবে না এ শর্তে জানায়, এ মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য ২২ ধরনের শাস্তি রয়েছে। অমানবিক শাস্তিগুলো হচ্ছে শিকল বেঁধে রাখা, রোদে শুইয়ে রাখা, দু' হাতে ইট দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করে রাখা, রোদে শুইয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের ওপর অন্য ছাত্রকে বসিয়ে রাখা। মাওলানা আঃ সাত্তার জানান, এ শাস্তি কবে শেষ হবে তা নির্ভর করে অভিভাবকরা যখন মনে করবে শাস্তির সময় শেষ হয়েছে। তিনি আরও জানান, ইতোপূর্বেও বহু 'অবাধ্য' ছাত্রকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার সকালে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোর্স নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে ঐ মাদ্রাসায় যান। গিয়ে নাছরুল্লাহকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার পর পরই নাছরুল্লাহকে মুক্ত করে দেয়। সেই সাথে মাওলানা সাত্তার মাদ্রাসা ত্যাগ করে। ঐ মাদ্রাসায় তাই পুলিশ মাওলানা সাত্তারকে পায়নি। মাদ্রাসার অপর এক শিক্ষক হাবিবুর রহমান পুলিশকে জানায়, নাছরুল্লাহ'র দুলাভাই ইউসুফ এসে শিকল খুলে নিয়েছে। পুলিশ রহস্যজনক কারণে কাউকে গ্রেফতার করেনি।